গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য শাখা-৩।

নং ঃ মপম/ম-৩/মাচ-১/২০০২/ ৪১৬ তারিখঃ ৮/১১/২০০৪ ইং।

বিষয় ঃ মাচ প্রকল্পের জলমহাল প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাচ প্রকল্পের আওতায় সমাজ ভিত্তিক জলভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে ১২(বার)টি জলমহালের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তরকল্পে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিগত ১৮/১০/২০০৪ ইং তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকটির একটি কপি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

৮/১১/০৪

(মোঃ মনির হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭০০৫২।

প্রকল্প পরিচালক
মাচ প্রকল্প
হাউজ নং-২, রোড নং-২৩/এ
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

নং ঃ মপম/ম-৩/মাচ-১/২০০২/ তারিখঃ ৮/১১/২০০৪ ইং।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্যে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। চীফ অফ পার্টি, মাচ প্রকল্প, হাউজ নং-২, রোড নং-২৩/এ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

(মোঃ মনির হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৭

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ-৪০/২০০২-৪৬৭ তারিখ ঃ ১৮/১০/২০০৪ ইং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক,
মৌলভীবাজার।

বিষয় ঃ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন মাচ প্রকল্পের আওতায় সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে ১২(বার)টি জলমহালের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তরকল্পে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক প্রসঙ্গে।

অদ্য ১৮/১০/২০০৪ ইং তারিখ উপরোক্ত বিষয়ে সমঝোতা স্মারকটি ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে উক্ত জলমহালসমূহ উল্লেখিত প্রকল্পে ন্যস্ত করায় সমঝোতা স্মারক মোতাবেক জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনা হস্তান্তরের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমঝোতা স্মারকের ০১টি মূল কপি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামোতাবেক।

স্বাঃ-
(মোঃ আবদুল হালিম)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬১১৭৫

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ-৪০/২০০২-৪৬৭/১(২) তারিখ ঃ ১৮/১০/২০০৪ ইং।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

১। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ- জনাব মোঃ মনির হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব, মৎস্য-৩ শাখা)।
-(ইহা তাঁর ২৬/০৮/২০০৪ ইং তারিখের মপম/ম-৩/মাচ-১/২০০২/২৮৭ নং স্মারক)।

২। চীফ অব পার্টি, মাচ প্রকল্প, হাউজ নং-২, রোড নং-২৩/এ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

(মোঃ আবদুল হালিম)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬১১৭৫

.স্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন মাচ্ প্রকল্পের আওতায় সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে ১২টি জলমহালের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তরকল্পে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উপরোক্ত প্রকল্পে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্বাচিত ১২টি জলমহাল (তালিকা সংযুক্ত) মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালের অদ্য ২৮/১০/২০০৪ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার...... নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হল।

পক্ষসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে
সচিব বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৈধ প্রতিনিধি

.... প্রথম পক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে
সচিব বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৈধ প্রতিনিধি

.... দ্বিতীয় পক্ষ

যেহেতু দেশের সকল সরকারী জলমহালের মালিকানা এবং কর্তৃত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের (১ম পক্ষ) অধীন এবং যেহেতু মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় (২য় পক্ষ) সরকারী জলমহালের মাচ্ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ১২টি জলমহাল ব্যবস্থাপনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে সেহেতু নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষকে নির্বাচিত রেকর্ডভুক্ত জলমহালে (বর্তমান ইজারা মেয়াদ শেষে) সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রদান করা হলো।

প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ নিম্নোবর্ণিত শর্তাবলীর অধীনে এই চুক্তিনামা সম্পাদন করছে।

শর্তাবলী

১। রেকর্ডভুক্ত সরকারী জলমহালের মালিকানা প্রথম পক্ষ ভূমি মন্ত্রণালয়ের থাকবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় নির্বাচিত জলমহালে আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাস্তবায়ন করবে।

২। প্রথম পক্ষ সরকারী জলমহাল সমূহের মধ্য হতে নির্বাচিত উক্ত ১২টি জলমহাল আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্তে দ্বিতীয় পক্ষ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ১০ (দশ) বছরের জন্য ন্যস্ত করবে। প্রয়োজনে নবায়ন করতে পারবে।

৩। নির্বাচিত জলমহালসমূহের মধ্যে যেসব জলমহাল ইতিমধ্যে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইজারা দেয়া হয়েছে সেসব জলমহালের ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনরায় ইজারা দেয়া যাবে না। যেসব জলমহাল এরূপভাবে ইজারা দেয়া হয়েছে সেসব জলমহালের ইজারা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর উৎপাদনভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনায় আলোচ্য প্রকল্পভূক্ত করা হবে।

উপ-সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৮.১০.০৪
রোকেয়া সুলতানা
যুগ্ম-সচিব
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮৪

৪। প্রথম পক্ষ জলমহাল হস্তান্তরের পূর্বে সীমানা ও আয়তন নির্ধারণ করবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ তা বুঝে নেয়ার পর জলমহালের পরিসীমা অটুট রাখবে এবং তা দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করবে।

৫। দ্বিতীয় পক্ষ নির্বাচিত ১২টি জলমহালে মৎস্য ও পশুসম্পদ সংরক্ষণ, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে উপযোগী মুক্ত জলমহালে সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ সংরক্ষিত মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তুলবে এবং এ সংরক্ষিত মৎস্য অভয়াশ্রম ইজারা দিতে পারবে না। মৎস্য মন্ত্রণালয়, ইউ এস এইড-এর সহায়তায় সমাজভিত্তিক মৎস্যজীবি সংগঠন ও স্থানীয় প্রশাসন সমূহের মাধ্যমে নির্বাচিত জলমহাল সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। প্রয়োজনবোধে জলমহালের সীমানা অভ্যন্তরে ভরাট হয়ে যাওয়া অংশ দ্বিতীয় পক্ষ পুনঃখনন বা সংস্কার করতে পারবে।

৬। দ্বিতীয় পক্ষ যেসব জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করবে সেসব জলমহালে মৎস্যজীবি সংগঠন এবং মৎস্যজীবি পেশার সাথে জড়িত বেসরকারী উদ্যোক্তাদের কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত কমিটির মাধ্যমে প্রতি বছর ৩০শে চৈত্রের মধ্যে ইজারা প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় পক্ষ "ইজারালব্ধ অর্থ জলমহাল ও পুকুর ইজারা কোড নম্বর (১/৪৬৩৪/১২৬১) ভূমি রাজস্ব জলমহাল হতে আয়" খাতে ইজারার তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জমা দিবে এবং পরবর্তী প্রতি বছর ৩০শে চৈত্রের মধ্যে জমা দিবে। উল্লেখ্য যেসব জলমহাল ইজারাধীন ছিল না, কমিটি সেসব জলমহালের ইজারামূল্য জলমহালের বর্তমান বাস্তব ভৌত অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে। যে কমিটির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হবে তার গঠন নিম্নরূপ :

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	--	সভাপতি
(২)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	--	সদস্য
(৩)	উপজেলা প্রকৌশলী	--	সদস্য
(৪)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	--	সদস্য
(৫)	উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	--	সদস্য
(৬)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	--	সদস্য
(৭)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	--	সদস্য
(৮)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার/মেম্বার	--	সদস্য
(৯)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	--	সদস্য সচিব

৭। জলমহালের ইজারা মূল্য হবে প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী ১ম বছর পূর্ববর্তী ইজারা মূল্যের ২৫% উর্দ্ধে এবং তা পরবর্তী পাঁচ বছর বহাল থাকবে। জলমহালের মাছের উৎপাদন ক্ষমতা এবং আনুসাঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক জলমহাল মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে জেলা জলমহাল ইজারা প্রদান কমিটি জলমহালের পাঁচ বছর ইজারার পরবর্তী বছর সমূহের রাজস্বের (ইজারা মূল্যের) হার নির্ধারণ করবে। ভবিষ্যতে বন্দোবস্ত নীতিমালার পরিবর্তন হলে উভয় পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিবছর ১৫ই বৈশাখের মধ্যে রেভিনিউ ডিপুটি কালেক্টর ঐ বছরের লীজভুক্ত সমুদয় অর্থ সরকারী খাতে জমা হওয়ার সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা জলমহাল কমিটির নিকট দাখিল করবেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী কোন জলমহালের ইজারা মূল্য যদি অনাদায়ী থাকে তাহলে জেলা প্রশাসক ঐ জলমহালের ইজারা বাতিলের ব্যবস্থা নিবেন।

৮। দ্বিতীয় পক্ষ জলমহালের মৎস্য সম্পদের সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্টভাবে উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। জলমহালের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্তে জলমহাল সংস্কার ও উন্নয়ন করা যাবে। তবে

আফসার উদ্দিন
যুগ্ম-সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৫.১০.০৫
রোকেয়া সুলতানা
যুগ্ম-সচিব
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জলমহালের প্রকৃতি পরিবর্তন বা খণ্ড খণ্ড করা যাবে না। জলমহালসমূহে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে। প্রবাহমান জলমহালসমূহে পানি প্রবাহ ও নৌ চলাচল ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না অথবা পানি দূষিতকরণসহ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ হানিকর কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করা যাবে না। কৃষি কাজের জন্য পানি ব্যবহার করা যাবে, তবে মৎস্য চাষ যাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৯। বাস্তবতার নিরীখে ভূমি মন্ত্রণালয় (১ম পক্ষ) উন্নয়ন পরিকল্পনাধীন জলমহাল দশ বছরের জন্য লীজ দিতে সম্মত হলেও বর্তমান নীতি অনুসারে একসঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য লীজ দেয়া হবে। প্রথম পাঁচ বছরের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও তার ফলাফল বিবেচনা করে যদি যুক্তিসঙ্গত বলে স্থিরীকৃত হয় তাহলেই কেবল লীজ গ্রহীতা (২য় পক্ষ) কে আরও পাঁচ বছরের জন্য এবং পরবর্তীতে একই পদ্ধতিতে লীজ দেয়া হবে। এ বিষয়ে ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় কোনরূপ জটিলতার সৃষ্টি হলে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিবে।

১০। প্রথম পক্ষ জলাশয়সমূহ সময় সময় পরিদর্শন করতে পারবে, দ্বিতীয় পক্ষ এ ব্যাপারে প্রথম পক্ষকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করবে।

১১। প্রয়োজনবোধে চুক্তির মেয়াদকালীন সময়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এ সমঝোতা স্মারক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে।

১২। ২নং শর্তমতে হস্তান্তরিত জলমহালসমূহ প্রযুক্তিভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়ে মনিটর করার জন্য নিম্নোক্তভাবে গঠিত মনিটরিং কমিটি কাজ করবে :

(১)	যুগ্ম-সচিব (প্রঃ), ভূমি মন্ত্রণালয়	- আহবায়ক
(২)	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপ-সচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
(৩)	উপ-সচিব (সায়রাত), ভূমি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৪)	কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপ সচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
(৫)	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপ সচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
(৬)	চীফ অব পার্টি, মাচ্ প্রকল্প	- সদস্য
(৭)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা তার প্রতিনিধি	- সদস্য
(৮)	সিনিয়র সহকারী সচিব (সায়রাত), ভূমি মন্ত্রণালয়	- সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি

(ক) মনিটরিং কমিটি নির্বাচিত জলমহালসমূহের হস্তান্তর যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিয়মিতভাবে সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়) নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(খ) কমিটি মৎস্য পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম ও কর্ম সম্পাদন বিশেষ করে জলমহালের আয় ও উৎপাদন সম্পর্কে বছরে অন্ততপক্ষে একবার স্থানীয়ভাবে পরিদর্শনপূর্বক পর্যালোচনা করবে এবং সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়) নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

যুগ্ম-সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

যুগ্ম-সচিব
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(গ) হস্তান্তরিত জলমহাল সমূহের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সেগুলোর নবায়ন/পুনঃন্যস্তকরণের বিষয়ে মতামত প্রদান করবে।

(ঘ) কমিটি জলমহাল সমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করে সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়) নিকট সুপারিশসহ প্রস্তাব পেশ করবে।

(ঙ) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ছয় মাসে অন্ততঃ একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

প্রথম পক্ষ

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
অথবা
ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

দ্বিতীয় পক্ষ

রোকেয়া সুলতানা
যুগ্ম-সচিব
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
অথবা
ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১। মোঃ আবদুল হালিম
সরকারী সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২। মোঃ মনির হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১/২৬/৩৭

২২৯

.ৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন মাচ্ প্রকল্পের আওতায় সংগঠিত আর.এম.ও এর নিকট লীজ প্রদানের জন্য অনুমোদিত ও হস্তান্তরীত মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল/মৌলভীবাজার উপজেলার হাইল হাওড়ের জলমহাল সমূহ

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	ইউনিয়ন পরিষদ	মৌজা	খাস জমি (একর)	বর্তমান লীজ কাল
১।	লরি	নাজিরাবাদ	মানিক হাওড়	১.৫৮	লীজ হয় না
২।	চারুরডোবা ও চাতলাডোবা	ভূনবীর	আলীশারকুল	২.৩১	১৪১০
৩।	লাতুয়া-মেটরা ও কানকাটা	ভূনবীর	শ্বাসন	৭.১৫	১৪১০
৪।	ডুমের বিল	ভূনবীর	ভূনবীর	১২৫.০০	১৪১০
৫।	ধলিডোবা	ভূনবীর	লইয়ারকুল	৩.০০	১৪১০
৬।	পাত্রডোবা	ভূনবীর	লইয়ারকুল	৮.৭৩	১৪১০
৭।	উদগাই	কালাপুর	বরুনা	৩.২৬	লীজ হয় না
৮।	বড়কুমা	নাজিরাবাদ	গোবিন্দপুর	১১.৩০	১৪১০
৯।	ছোটকুমা	নাজিরাবাদ	গোবিন্দপুর	১.৩৫	১৪১০
১০।	আরারদর	কালাপুর	বরুনা	১৭.০০	লীজ হয় না
১১।	জুরমেহেদী	নাজিরাবাদ	গোবিন্দপুর	৩.৮৯	১৪১০
১২।	বুদাইডোবা	কালাপুর	বরুনা	১.০০	লীজ হয় না

২৮/১০/০১
আফতাব প্রামান
যুগ্ম-সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৮.১০.০৫
রোকেয়া সুলতানা
যুগ্ম-সচিব
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১/২/৪/৩০ ২৯৭

.ৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন মাচ্ প্রকল্পের আওতায় সংগঠিত আর.এম.ও এর নিকট লীজ প্রদানের জন্য অনুমোদিত ও হস্তান্তরীত মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল/মৌলভীবাজার উপজেলার হাইল হাওড়ের জলমহাল সমূহ

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	ইউনিয়ন পরিষদ	মৌজা	খাস জমি (একর)	বর্তমান লীজ কাল
১।	লরি	নাজিরাবাদ	মানিক হাওড়	১.৫৮	লীজ হয় না
২।	চারুরডোবা ও চাতলাডোবা	ভূনবীর	আলীশারকুল	২.৩১	১৪১০
৩।	লাতুয়া-মেটরা ও কানকাটা	ভূনবীর	শ্বাসন	৭.১৫	১৪১০
৪।	ডুমের বিল	ভূনবীর	ভূনবীর	১২৫.০০	১৪১০
৫।	ধলিডোবা	ভূনবীর	লইয়ারকুল	৩.০০	১৪১০
৬।	পাত্রডোবা	ভূনবীর	লইয়ারকুল	৮.৭৩	১৪১০
৭।	উদগাই	কালাপুর	বরুনা	৩.২৬	লীজ হয় না
৮।	বড়কুমা	নাজিরাবাদ	গোবিন্দপুর	১১.৩০	১৪১০
৯।	ছোটকুমা	নাজিরাবাদ	গোবিন্দপুর	১.৩৫	১৪১০
১০।	আরারদর	কালাপুর	বরুনা	১৭.০০	লীজ হয় না
১১।	জুরমেহেদী	নাজিরাবাদ	গোবিন্দপুর	৩.৮৯	১৪১০
১২।	বুদাইডোবা	কালাপুর	বরুনা	১.০০	লীজ হয় না

২৮/১০/০১
আহসানুল প্রধান
যুগ্ম-সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

.১০.০৫
রোকেয়া সুলতানা
যুগ্ম-সচিব
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভূনবীর
উপজেলা শ্রীমঙ্গল

NC
For your information

স্মারক নং- ২৭৮ তারিখ:- ২৫/৯/০৬ইং

প্রতি:- জনাব আবদুর রশিদ সভাপতি হাইল হাওর উন্নয়ন সংগঠন গ্রাম: ভিমসী- ভূনবীর শ্রীমঙ্গল। জেলা মৌলভীবাজার।

বিষয়:- সিন্দুরখী-বিল (সিন্দুরখী বিল সিন্দুরখী নদী) জলমহালের দখল বুঝিয়ে প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র:- সহকারী কমিশনার (ভূমি) শ্রীমঙ্গল মহোদয়ের ২৫/৯/2006 ইং তারিখের ১০৭৪ নং স্মারক।

যেহেতু আপনি সিন্দুরখী-বিল জলমহালটি ১৪১৩ বাংলা হইতে ১৪১৪ বাং সন পর্যন্ত সর্বমোট মং- ১০,৭২৫/০০ (দশ হাজার সাতশত পঁচিশ) টাকায় ইজারা গ্রহণ করিয়া ১৪১৩ বাং সনের সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করিয়াছেন এবং সূত্রে উল্লেখিত স্মারকে আপনার বরাবরে দখল বুঝাইয়া দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

যেহেতু আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী অদ্য ২৫/৯/2006 ইং বেলা ১২.০০ ঘটিকার সময় সরেজমিনে উপস্থিত হইয়া নিম্নে স্বাক্ষরিত সরকারী লোকের উপস্থিতিতে বর্ণিত জলমহালের দখল বুঝাইয়া দিলাম।

সাক্ষী
১। [illegible]
File Biodiversity
MACH-[illegible]

সাক্ষী
মো: [illegible]
[illegible]

তফসিল
মৌজা- ভিমসী জেএল নং ৩৮
দাগ নং ২৬০৭ পরিমাণ ১৫.০০
২৪২৬ " ১০.০০
২৫.০০ একর

দখল বুঝাইয়া দিলাম
[signature]
ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা
ভূনবীর, শ্রীমঙ্গল।

দখল বুঝিয়া পাইলাম
মো: আব্দুর রশিদ
[signature]

Received
[signature] 25-09-06
MACH, Dhaka

স্মারক নং, তারিখ
অনুলিপি- সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল
১। মাননীয় সহকারী কমিশনার (ভূমি) শ্রীমঙ্গল

ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা
ভূনবীর, শ্রীমঙ্গল।